প্রস্তুতি চূড়ান্ত করে বই কেনার দরপত্র আহ্বান!

জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

প্রকাশনা সংস্থা পাঠক সমাবেশকে 'একক উৎস' বিবেচনা করে তাদের কাছ থেকে '২৫ খণ্ডের রবীন্দ্রসমগ্র' কেনার সব আয়োজন শেষ করে সমালোচনার মুখে এখন দরপত্র আহ্বান করেছে জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র। বাংলাদেশ জ্ঞান ও সৃজনশীল প্রকাশক সমিতির অভিযোগ, দরপত্রে এমনভাবে শর্ত দেওয়া হয়েছে, যাতে ওই নির্দিষ্ট প্রকাশনা ছাড়া আর কেউ সুযোগ না পায়।

এদিকে গ্রন্থকেন্দ্রের পরিচালনা পর্ষদের একাধিক সদস্য *প্রথম আলো*কে বলেছেন, একটি প্রতিষ্ঠান থেকে এভাবে কোটি টাকার বই কেনা এবং পরবর্তী সময়ে দরপত্র আহ্বানের বিষয়ে গ্রন্থকেন্দ্র পরিচালনা পর্ষদের অনুমোদন নেওয়া হয়নি। দীর্ঘদিন পর্ষদের কোনো সভাও হচ্ছে না।

গত ২৮ মার্চ সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের সহকারী সচিব টি এম মুছা তালুকদারের সই করা এক চিঠিতে পাঠক সমাবেশের কাছ থেকে 'একক উৎস বিবেচনায়' দুই কার্যদিবসের মধ্যে বই কেনার প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের জন্য গ্রন্থকেন্দ্রকে নির্দেশ দেওয়া হয়। এর আগে সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ে গ্রন্থকেন্দ্রের তৎকালীন পরিচালকের পাঠানো এক চিঠিতে উল্লেখ করা হয়, পাঠক সমাবেশ ২৫ খণ্ডের রবীন্দ্রসমগ্রের প্রতি সেট ৪৫ হাজার টাকা করে সরবরাহ করবে।

যদিও দেশের অন্য প্রতিষ্ঠানগুলো এর চেয়ে অনেক কম দামে খুচরা বাজারে পূর্ণাঙ্গ রবীন্দ্রসমগ্র সরবরাহ করে থাকে। আর একটি প্রতিষ্ঠানকে 'একক উৎস' বিবেচনা করে বিনা দরপত্রে বিশাল অঙ্কের বই কেনার ঘটনা গ্রন্থকেন্দ্রে এর আগে কখনো ঘটেনি। এ বিষয়ে ১১ মে *প্রথম আলোয়* প্রতিবেদন ছাপা হয়। ওই দিনই দুটি দৈনিক পত্রিকায় বই কেনার দরপত্র আহ্বান করে বিজ্ঞপ্তি ছাপা হয়। সংশ্লিষ্ট একটি সূত্র জানায়, এই বিষয়ে সংবাদ সংগ্রহের জন্য *প্রথম আলোর* পক্ষ থেকে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে, তারপর তড়িঘড়ি করে দরপত্র আহ্বানের উদ্যোগ নেওয়া হয়।

বাংলাদেশ জ্ঞান ও সৃজনশীল প্রকাশক সমিতির সভাপতি মাজহারুল ইসলাম *প্রথম আলো*কে বলেন, দরপত্র বিজ্ঞপ্তির ৫ নম্বর অনুচ্ছেদে ২৫ খণ্ডের রবীন্দ্রসমগ্র ক্রয় এবং ১৩ নম্বর অনুচ্ছেদে দরদাতার যোগ্যতা হিসেবে বলা হয়েছে, '২৫ খণ্ডে রবীন্দ্রসমগ্র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান' হতে হবে। কিন্তু দেশে পূর্ণাঙ্গ রবীন্দ্রসমগ্র অনেক প্রকশনা সংস্থাই বের করে। কারোটি ১৮, কারোটি ২২, কারোটি ৩০ খণ্ডে প্রকাশিত। ২৫ খণ্ডের রবীন্দ্রসমগ্র কেবল একটি প্রতিষ্ঠান প্রকাশ করেছে। তাই '২৫ খণ্ড' শর্ত যোগ করে মূলত ওই প্রতিষ্ঠানকেই সুবিধা দিতে চায় কর্তৃপক্ষ। তাই সমিতির পক্ষ থেকে এর প্রতিবাদ জানানো হয়েছে।

দরপত্রে বিজ্ঞপ্তির ১০ নম্বর অনুচ্ছেদে বলা হয়, জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের মাধ্যমে দেশের সব সরকারি গ্রন্থাগার, সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ, আর্কাইভস ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের জন্য ২৫ খণ্ডের রবীন্দ্রসমগ্র কেনা হবে। এ প্রসঙ্গে গ্রন্থকেন্দ্র পরিচালনা পর্ষদের সদস্য ওসমান গনি *প্রথম আলো*কে বলেন, গ্রন্থকেন্দ্র এসব প্রতিষ্ঠানের জন্য বই কিনতে পারে না। গ্রন্থকেন্দ্র বই কিনবে বেসরকারি গ্রন্থাগারে দেওয়ার জন্য। সাধারণত জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের বই কেনার সিদ্ধান্ত হয় এর পরিচালনা পর্ষদে। কিন্তু কোটি টাকার এই বই কেনার সিদ্ধান্তের বিষয়ে অবহিত নন বলে জানান পরিচালনা পর্ষদের সদস্য মফিদুল হক। তিনি *প্রথম আলো*কে বলেন, প্রতি তিন মাস পর পর্ষদের সভা হওয়ার কথা। দীর্ঘদিন ধরে কোনো সভা হয় না। কর্তৃপক্ষকে একাধিকবার এ বিষয়ে বলা হয়েছে।

জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের পরিচালক মো. নজরুল ইসলাম দীর্ঘদিন সভা না হওয়ার কথা স্বীকার করেছেন। তিনি *প্রথম আলো*কে বলেন, তিনি এক মাসে আগে গ্রন্থকেন্দ্রে যোগ দিয়েছেন। চেষ্টা করবেন এখন থেকে নিয়মিত সভা করার।

একক উৎস থেকে বই কেনার সিদ্ধান্তের পর দরপত্র বিজ্ঞপ্তি দেওয়া প্রসঙ্গে নজরুল ইসলাম বলেন, 'এমনিতে ক্রয় কমিটি করে সেই কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বই কেনা হয়। তবে তুলনামূলক বড় বাজেটের বই কেনার জন্য উন্মুক্ত দরপত্র আহ্বান করেছি।'

গ্রন্থকেন্দ্রের ব্যাখ্যা

এদিকে ১১ মে *প্রথম আলোয়* 'দরপত্র ছাড়াই কোটি টাকার বই কিনছে গ্রন্থকেন্দ্র' শিরোনামে প্রকাশিত প্রতিবেদন সম্পর্কে নিজেদের অবস্থান ব্যাখ্যা করেছে জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র কর্তৃপক্ষ। তাতে বলা হয়, ওই বই কেনার ক্ষেত্রে সরকারি ক্রয় নীতিমালা যথাযথভাবে প্রতিপালন করা হচ্ছে। এ বিষয়ে ওই দিনই দুটি জাতীয় দৈনিকে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ হওয়ার কথাও এতে উল্লেখ করা হয়।

ব্যানবেইস
পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং....................
তারিখ....................
সিস্টেম ম্যানেজার
সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট
প্রশাসনিক কর্মকর্তা
পি.এ.
কার্যার্থে/অবগতার্থে